কালের কণ্ঠ

তারিখ 23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

// বেসরকারি মেডিক্যালে ভর্তিতে অনিয়ম //

ঢাবির 'সাফল্যে' টনক নড়েছে চবির

নূপুর দেব, চট্টগ্রাম ▷

গত (২০১৪-১৫) শিক্ষাবর্ষে মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি করার ক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি ১০টি মেডিক্যাল কলেজকে এক কোটি টাকা করে জরিমানা করেছেন আপিল বিভাগ। এরপর ওই শিক্ষাবর্ষে একই ধরনের অনিয়মের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিক্যাল কলেজগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সর্বোচ্চ আদালতে যাওয়া বিষয়টি জোরালোভাবে ভাবা হচ্ছে।

এ ছাড়া সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও সর্বোচ্চ আদালতে যাবে বলে শোনা যাচ্ছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মো. কামাল উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির নীতিমালা অমান্য করে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে দেশের বিভিন্ন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১০টি মেডিক্যাল কলেজে ১৫৩ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। অনিয়মের কারণে ওই ১০ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজকে এক কোটি টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। হাইকোর্টের এক আদেশের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন (লিভ টু আপিল) করে। গত রবিবার আপিল বিভাগ এই আবেদনের নিষ্পত্তি করে আদেশ দিয়েছেন।

অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল কামাল উদ্দিন বলেন, একই অনিয়মের মাধ্যমে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন উচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে যায় তখন ওই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আপিল করেনি। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করে এই তিন বিশ্ববিদ্যালয় আপিল করবে বলে শোনা যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক কামরুল হুদা বলেন, 'আমরা বসে নেই। সর্বোচ্চ আদালত থেকে আমরাও আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারব কি না, এ ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। মেডিক্যালে মানসম্মত শিক্ষায় কোনো আপস নেই।'

অধ্যাপক কামরুল বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পাঁচটি বেসরকারি মেডিক্যালে ৪০ নম্বরের কমে ৯৬ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে। প্রথম পেশাগত পরীক্ষার আগে হাইকোর্টের এক আদেশে ওই শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও প্রবেশপত্র দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'ওই সময় আমরা আপিলের সুযোগ পাইনি।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর পরিচালনা নীতিমালা পর্যালোচনাসংক্রান্ত কমিটি আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছে। ছয় সদস্যের এই কমিটির সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ও সদস্যসচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার এ কে এম মাহফুজুল হক। ডেপুটি রেজিস্ট্রার এ কে এম মাহফুজুল হক বলেন, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে ৪০ নম্বরের কম পাওয়া শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে তাদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এরই মধ্যে প্রথম পেশাগত পরীক্ষার ফলাফল আমরা স্থগিত রেখেছি। আদালতের নির্দেশনা ছাড়া আমরা ফলাফল প্রকাশ করব না ওই ৯৬ জন শিক্ষার্থীর।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ওই শিক্ষাবর্ষে ভর্তির শর্ত লঙ্ঘন করে অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষায় পাস না করা ৯৬ শিক্ষার্থীকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত চট্টগ্রামের বিজিসি ট্রাস্ট মেডিক্যাল কলেজ ও সাউদার্ন মেডিক্যাল কলেজ, কুমিল্লার ময়নামতি মেডিক্যাল কলেজ, ইস্টার্ন মেডিক্যাল কলেজ ও সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে বিজিসি ট্রাস্ট ৯ জন, ময়নামতি ৪১, সাউদার্ন ১২, ইস্টার্ন আট ও সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজে ২৬ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়। ভর্তি করার পর বিষয়টি গোপন রাখা হলেও চলতি বছরের মে মাসে এমবিবিএস প্রথম পেশাগত পরীক্ষা (প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ) শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে ঘটনাটি ফাঁস হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেসরকারি এসব মেডিক্যাল কলেজে লিখিত পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের কম পাওয়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেয়নি। পরে উচ্চ আদালতের নির্দেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।